রাজ্যে রাজ্যে

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পুরোপুরি ব্যর্থ সরকার : রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : নরেন্দ্র মোদী সরকারকে প্রায় নিয়ম করে আক্রমণ করে চলেছেন কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবারও সেন্ট্রাল হলে সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভাষণের ঠিক পরই বাইরে এসে রাহুল সাংবাদিকদের কাছে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মোদী সরকারকে।

কর্মসংস্থান নিয়ে এবার রাহুল আক্রমণ করলেন। এতদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এবার কর্মসংস্থান নিয়ে বিঁধলেন তাকে। কংগ্রেসের সহ সভাপতি পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়েও রাহুল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে বড় করে তুলে ধরছেন।

এদিনও সংসদের বাইরে রাহুল বলেন, দেশের মানুষের এখন মূল প্রশ্ন হল তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অথচ কর্মসংস্থান করতে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। নরেন্দ্র মোদী নানারকম বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু কর্মসংস্থানের বিষয়টিতে কোনওরকম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, এদিন তিনি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে। প্রণববাবু সরকারের কালো টাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং সীমান্তের ওপারে শল্য অভিযানের সিদ্ধান্তকে সাহসী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এই মন্তব্যকে টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন বিজেপি সাংসদরা।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের ৫০টি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টার তৈরি করছে। সেখানে দেশের তরুণ-তরুণীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কৌশল বিকাশ যোজনায় উপকৃত হবেন ২০ লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণী। রাষ্ট্রপতির এই ভাষণের পরই সংসদ ভবনের বাইরে এসে রাহুল সাংবাদিকদের কাছে কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তীব্র আক্রমণ করেন মোদী সরকারকে।

বুর্জ খলিফাকে তিন রঙে সাজানো নিয়ে বিস্মিত পাক মিডিয়া

নয়াদিল্লি/দুবাই, ৩১ জানুয়ারি : দুবাইয়ে অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম বাড়ি বুর্জ খলিফাকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে তিন রঙের আলো দিয়ে সাজানো হয়। ভারতের জাতীয় পতাকার রঙ অনুসরণ করে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙের আলোয় সেজে ওঠে বুর্জ খলিফা।

প্রসঙ্গত, এবার ছিল ভারতের ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস। আর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আবুধাবির যুবরাজ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিনকে। দেশের যুবরাজকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করায় খুশি আবুধাবি সম্ভবত দুবাইয়ের উচ্চতম ভবনটিকে ভারতের জাতীয় পতাকার রঙে আলোর মালায় সাজিয়ে তোলে।

কিন্তু এই ঘটনায় খুশি নয় পাকিস্তান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধানরাই বহুবার ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন। কিন্তু পাক মিডিয়া কখনও তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আবুধাবির সঙ্গেও ভারতের ঐতিহ্যগতভাবেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই যুবরাজকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আবুধাবি সেই আমন্ত্রণের উত্তরে উষ্ণতা প্রকাশের জন্যই বুর্জ খলিফাকে তেরঙা আলোয় সাজিয়ে তোলে।

এই ঘটনায় পাক মিডিয়া নাকি বেদনাহত এবং বিস্মিত। ভারত ও আরব আমিরশাহির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতিফলন কী করে বুর্জ খলিফার উপর পড়ল তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যম। ভারতীয় কূটনীতিকদের দাবি, পাক প্রচারমাধ্যম হয়তো এতটা আশা করেনি। কারণ সুযোগ পেলেই তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে কোণঠাসা করতে বদ্ধপরিকর।

উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন দল গড়তে চান শিবপাল

লখনউ, ৩১ জানুয়ারি : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভাইপো অখিলেশ যাদবকে প্রথম দিকে মোটেই গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন অখিলেশকেই সাইকেল প্রতীক চিহ্নটি দিয়ে কার্যত দলের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দেওয়ায় শিবপাল যাদব এখন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। অখিলেশের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। জানিয়ে দিলেন ১১ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই নতুন দল গড়বেন তিনি।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশে সাত দফায় নির্বাচন হবে। নির্বাচন শুরু হবে ১১ ফেব্রুয়ারি, শেষ হবে ৮ মার্চ। ভোটগণনা হবে ১১ মার্চ। ততদিন পর্যন্ত মনে যাই হোক, অখিলেশের আনুগত্য শিবপালকে স্বীকার করতেই হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে দাদা মুলায়মের মতো কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়া মোটেই ভালভাবে নেননি শিবপাল। এদিন উত্তর প্রদেশের এটওয়ায় তাঁর নিজের সমর্থনে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শিবপাল আশাপ্রকাশ করেছেন অখিলেশ যাদব রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গড়বে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

এটওয়ার জনসভায় সেই ক্ষোভের কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন শিবপাল। সমর্থকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়েছেন, উত্তর প্রদেশে সপার সঙ্গে জোট গড়ার আগে কংগ্রেসের অবস্থা কেমন ছিল? রাজ্যে বিধানসভায় চারটি আসনও তাদের ছিল না। অথচ জোট গড়ার ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ আসনই ছেড়ে দিতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। ওইসব জায়গায় দলীয় কর্মীরা এখন কী করবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। সমাজবাদী পার্টি উত্তর প্রদেশের এটওয়া জেলার যশোবন্তনগর আসনে প্রার্থী করেছে শিবপাল যাদবকে। যাদবকুলের পারিবারিক লড়াইয়ে তিনি মুলায়মের দিকে থাকলেও অখিলেশ দলের প্রতীক চিহ্নটি পাওয়ার পর এখন অনেকটাই মুখ বন্ধ করেছেন। তবে কবে তিনি বিস্ফোরণ করবেন তা নিয়ে আতঙ্কিত দল।

হিসারে গ্রামবাসীদের একাংশের আক্রমণে গুরুতর আহত ৯ দলিত

মির্চপুর চৌকির অতিরিক্ত পুলিশ অফিসারকে বদলি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

৬ বছর আগে হিসার জেলাতেই উচ্চবর্ণের হিংসার বলি হন ২ দলিত।

মির্চপুর চৌকি (হিসার), ৩১ জানুয়ারি : উত্তর প্রদেশের হিসার জেলায় মির্চপুর চৌকি গ্রামবাসীদের একাংশের হিংসার মুখোমুখি হলেন দলিতরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৯ দলিত গুরুতর আহত হয়েছেন। মির্চপুর গ্রাম থেকে মাত্র গত মাসেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ৬ বছর আগে এই গ্রামেই উচ্চবর্ণের হিংসার বলি হয়েছিলেন দুই দলিত। তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তারপরই দলিতদের নিরাপত্তার জন্য গ্রামে সিআরপিএফ নিয়োগ করা হয়। তারপর থেকে পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রিতই ছিল। দলিতদের উপর উচ্চবর্ণের আক্রমণের ঘটনায় মির্চপুর চৌকির পুলিশের অতিরিক্ত ইন-চার্জকে বদলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হিসারের পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র কুমার মিনা।

জানা গেছে, সোমবার রাতেই গ্রামবাসীরা একটি সাইকেল শো দেখছিলেন। সেখানে বহু মানুষ ভিড় করেন। বেশ চলছিল শো-টি। কিন্তু কয়েকজন সেখানে হাজির হওয়ার পরই তাদের লক্ষ্য করে নানারকম মন্তব্য ছোড়া হতে থাকে। তখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও উত্তেজনা বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় এক দলিত যুবক প্রতিযোগিতাটি জিতে নেওয়ায়। সেখানে হাজির উচ্চবর্ণের লোকেরা ওই দলিত যুবককে লক্ষ্য করে নানারকম টিকা-টিপ্পনি ছোড়া শুরু করে। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিবাদ করতেই উচ্চবর্ণের একদল মানুষ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় গুরুতর আহত ৯ জনের মধ্যে ১ জনকে ভর্তি করা হয় আগরোহা মেডিক্যাল কলেজে। ৫ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় সরকারি হাসপাতালে। অন্যদেরকেও বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর দলিতরা মির্চপুর পুলিশ চৌকি ঘেরাও করে পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের কাছ থেকে ঘটনা জানার পরই হিসারের পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র কুমার মিনা এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার নিখিল গজরাজ পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে রাতেই গ্রামে পৌঁছান। সেখানে তারা দলিত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে তাদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ফের পুলিশ বসানোর আশ্বাসও দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল এই মির্চপুরেই গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষ মশাল জ্বেলে দলিতদের বাড়িগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনায় ১৯ বছরের পোলিও আক্রান্ত এক তরুণী ও তার বৃদ্ধ বাবার মৃত্যু হয়। তখনও উচ্চবর্ণের মানুষ দলিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল।

যদিও তা গুরুত্ব পায়নি। গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ২০ সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়। পরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মাত্র গত মাসেই তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক এরপরই দলিতদের উপর ফের আক্রমণ নেমে আসায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে ওই সম্প্রদায়ের মানুষ।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে বিমুদ্রাকরণের প্রশংসায় হতাশ বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সোমবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এনডিএ সরকারের কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ, বিমুদ্রাকরণ এবং গরিব কল্যাণ যোজনার কথা তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্রপতি যখন তাঁর ভাষণে বিমুদ্রাকরণ সহ সরকারের এইসব আর্থিক নীতিগুলির প্রশংসা করছেন, তখন টেবিল চাপড়ে তাঁকে স্বাগত জানান ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা। কিন্তু হতাশ হন বিরোধীরা। তবে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে যখন নারীশক্তির জয়গান করেন, বিশেষ করে রিও অলিম্পিকসে মহিলা অ্যাথলিটদের ভূমিকার কথা ও ভারতীয় বায়ুসেনায় মহিলা ফাইটার পাইলটদের অন্তর্ভুক্তির কথা তুলে ধরেন, তখন ট্রেজারি বেঞ্চের সঙ্গে টেবিল চাপড়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণকে স্বাগত জানান বিরোধীরাও। পরে অবশ্য বেশকিছু বিরোধী সদস্যই রাষ্ট্রপতির ভাষণে মোদী সরকারের বিমুদ্রাকরণ নীতির প্রশংসা থাকায় হতাশা প্রকাশ করেন।

এর আগে সংসদের যৌথ অধিবেশনগুলির মতোই এ দিনও সেন্ট্রাল হলের বহু আসনই খালি ছিল। যদিও এনডিএ সরকারের গোড়ার দিকে এ দৃশ্য দেখা যেত না। বরং সে সময় বাড়তি চেয়ার আনতে হত এই ঐতিহাসিক হলে সাংসদদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য। বহু সাংসদ বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েই শুনতেন রাষ্ট্রপতির ভাষণ। কিন্তু গত কয়েকটি অধিবেশনে সেই দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না।

অবশ্য এবার আসন খালি থাকার অন্যতম কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের অনুপস্থিতি। দুই সাংসদকে গ্রেফতারের কারণে তারা যৌথ অধিবেশন বয়কট করেন। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তৃণমূল সাংসদদের বাজেট অধিবেশনে হাজির হওয়ার কথা। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময়সীমা প্রায় ১ ঘণ্টার বেশি। ইদানিং সাংসদদের আর রাষ্ট্রপতির ভাষণ মন দিয়ে শুনতে দেখা যাচ্ছে না। বরং সে সময় তারা অন্য কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকছেন। সোমবারে যেমন দেখা গেল কংগ্রেসের আনন্দ শর্মা, সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব এবং সিপিআইএমের সীতারাম ইয়েচুরি মোবাইল ফোনে ছবি দেখতেই ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী বসেছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও রাজ্যসভায় বিরোধী নেতা গুলাম নবি আজাদের ঠিক মাঝখানটিতে। তাঁরা তিনজনেই অবশ্য মন দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনেন। চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায় প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং এইচডি দেবেগৌড়াকে। তাঁরা বসেছিলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা এল কে আদবানি এবং কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির ঠিক পাশটিতে একেবারে সামনের আসনে।

রাষ্ট্রপতির নিয়মরক্ষার ভাষণ এদিন শান্তিতে শেষ হলেও ঠিক পরেই শুরু হয়ে যায় গোলমাল। রাজ্যসভার নেতা উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি যখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের হিন্দি অনুবাদের শেষ অধ্যায়টি পড়ছেন সেই সময় চিৎকার করে ওঠেন ডিএমকে সাংসদ কিরুচি শিবা। তামিলনাড়ুতে কৃষকদের ক্রমাগত আত্মহত্যা নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনও শব্দ না থাকায় গোলমাল করেন তিনি। এই সময় সমাজবাদী নেতা মুলয়াম সিং যাদবকেও হল ছেড়ে যেতে দেখা যায়। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে জাতীয় সংগীত। রাষ্ট্রপতি সেন্ট্রাল হল ছেড়ে যাওয়ার পর প্রায় সব দলের সাংসদরাই যখন সভা ছেড়ে যাচ্ছেন, তখন কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধিকে দেখা যায়, লোকসভায় দলের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের সংসদ বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী এসএস আহলুওয়ালিয়ার সঙ্গে কথা বলছেন।

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলোলোচনে...

রাজধানী দিল্লিতে বিভিন্ন মণ্ডপে আজ সরস্বতী পুজোর আয়োজন হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্যেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ই আহমেদ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : বাজেট অধিবেশন শুরু হল মঙ্গলবার। এদিন সেন্ট্রাল হলে সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন দলের সাংসদরাই তখন রীতিমতো মন দিয়ে শুনছিলেন রাষ্ট্রপতির ভাষণ। হঠাৎই মৃদু কোলাহল শোনা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের তাল অবশ্য কাটেনি। এই কোলাহলের কারণ দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ই আহমেদের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া। ৭৮ বছর বয়স্ক আহমেদ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তার দলীয় সাংসদদের কাছে শরীর ভাল নেই এবং নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে বলে জানান। দলীয় সাংসদরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির ভাষণ শেষ হলেই আহমেদকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েন কেরলের মালাপ্পুরম আসন থেকে জয়ী কংগ্রেসের এই সদস্য।

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহমেদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ শেষ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দফতরের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এছাড়া কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধিও রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে দলীয় সাংসদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সুচিকিৎসা সম্পর্কে আশ্বাস দেন পরিবারের সদস্যদের।

মুলায়মের ভাইপো অনুরাগের বিরুদ্ধে প্রার্থী বিজেপির স্বাতী সিং

লখনউ (হিসার), ৩১ জানুয়ারি : সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবের ভাইপো অনুরাগ ঠাকুর লখনউয়ের সরোজিনী নগর কেন্দ্র থেকে উত্তর প্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন বিজেপির অপেক্ষাকৃত অনামী সদস্য স্বাতী সিং। তবে স্বাতীর অন্য একটি পরিচয় আছে। তিনি উত্তর প্রদেশে বিজেপির প্রাক্তন সহ সভাপতি দয়াশঙ্কর সিং-এর স্ত্রী। প্রসঙ্গত কখনই এই দয়াশঙ্করকে বসপা নেত্রী মায়াবতীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় কিছুদিন আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। স্বাতীকে সরোজিনী নগর কেন্দ্রে প্রার্থী করে দল তাঁকে কিছুটা হলেও সহমর্মিতা দেখাল বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে সরোজিনী নগর কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির অনুরাগ যাদব বদাউনের সাংসদ ধর্মেন্দ্র যাদবের ছোট ভাই এবং মুলায়ম সিংয়ের ভাইপো। প্রসঙ্গত এই কেন্দ্রে বিজেপি কখনওই জয়লাভ করেনি।

রাজধানী দিল্লিতে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব হাসমুখ আধিয়া।

তামিলনাড়ুকে জাল্লিকাট্টুতে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : তামিলনাড়ুতে জাল্লিকাট্টু বা ষাঁড়ের লড়াই এবার অবশ্য যথেষ্ট জমকালো করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ রাজ্য সরকারের দাবি মেনে এই অনুষ্ঠান ফের করার জন্য কেন্দ্র অর্ডিন্যান্স জারি করে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুরোধে সুপ্রিম কোর্ট জাল্লিকাট্টুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু তা মেনে নিতে রাজি হয়নি তামিলনাড়ু সরকার বা রাজ্যের মানুষ। জাল্লিকাট্টু চালু করার দাবিতে রাজ্যে তো বটেই এমনকি রাজ্যের বাইরেও ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ফের ষাঁড়ের লড়াইয়ের অধিকার রাজ্যবাসীকে ফিরিয়ে দেওয়ায় খুশি তামিলনাড়ুর মানুষ। এ নিয়ে যে সংশোধনী আইনটি আনা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট তার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করে। তবে একইসঙ্গে পশুপ্রেমী সংগঠন বা ব্যক্তিগদ ভাবে কেউ এই নতুন আইনটিকে চ্যালেঞ্জ জানাদে চাইলে তা করা যাবে বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। জাল্লিকাট্টু ফের চালুর নির্দেশ দিলেও শীর্ষ আদালত কিন্তু রাজ্য সরকারকেও এ নিয়ে কড়া বার্তা শুনিয়েছে। ষাঁড়ের লড়াই চলার সময় রাজ্য সরকারকে তামিলনাড়ুর আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে বলেও বার্তা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মহাত্মা গান্ধির আত্মশক্তির গোপন রহস্য রামনাম

বিশেষ সংবাদদাতা : ঘরে জ্বলছে মৃদু আলো। নিজের ছোট্ট খাটটিতে শুয়ে আছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। তাঁর পাহারায় রয়েছেন গৃহ সহায়িকা রম্ভা। একটু কি ভয় ভয় লাগছে মহাত্মার? কতই বা বয়স তখন তাঁর। মুখ খুলে ভয়ের কথা জানিয়েই ফেললেন রম্ভাকে। রম্ভা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, বললেন রামনামই তাঁর যাবতীয় ভয়কে দূর করতে পারে। জীবনে যখনই তিনি কোনও বিপদের মুখোমুখি হবেন, তখনই যেন এই নামটি স্মরণ করেন। তারপর থেকে কখনও আর রম্ভার সেই ছোটবেলায় দেওয়া উপদেশ বিস্মৃত হননি মহাত্মা। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন রামনাম। মহাত্মা গান্ধি নিজেও বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, এ এমন এক মন্ত্র, যা কখনও ভোল যায় না। এই মন্ত্রই অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে সাহায্য করে, ঝড়ের রাতে পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতেই এই রামনাম ছিল মোহনদাস গান্ধির শক্তির উৎস। নিরস্ত্র মানুষটির হাতের অস্ত্র।

রামনামের কথা বলতে গিয়েই মহাত্মা লিখেছেন, "আমার স্মৃতিশক্তি থেকে বলতে পারি, পৈত্রিক বাড়ির খুব কাছেই ছিল রামমন্দির। সেখানে প্রতিদিন যেতাম আমি। কারণ তিনিই যাবতীয় ভয় এবং অপরাধ থেকে রক্ষা করতেন আমাকে। কাজেই এর সঙ্গে কোনও কুসংস্কার জড়িয়ে নেই।" একেবারে শৈশবে গৃহ সহায়িকা রম্ভা তাঁর মধ্যে রামনামের যে বীজটি পুঁতে দিয়েছিলেন, পরে তা অঙ্কুরিত হয়ে নানা শাখায় পল্লবিত হয়। মহাত্মা গান্ধির বয়স যত বাড়তে থাকে সেই রামনামের শাখাপ্রশাখাগুলি ক্রমে মহীরুহ হয়ে ওঠে।

"Notice Inviting Quotation No. 03 of 2016-17"

Sealed bids are hereby invited by the Executive Engineer, Canals Division from the bonafied advertising agencies for granting license for a period of **3 (three)** years in connection with fixing advertisement boards. Last date of application 08/02/2017 up to 4.00 p.m. All other necessry informations may be had from the office of the Executive Engineer, Canals Division on all working days during office hours.

EXECUTIVE ENGINEER
CANALS DIVISION

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders in prescribed tender from are invited by the Assistant Engineer (A-I), Tehatta (A-I) Sub-Division, on behalf of the Governor of WB for 1) Supply of RCC pipes with matching collars to the store of Assistant Engineer (A-I), Tehatta (A-I) Sub-division . 3) Re-winding and Repairing of submersible electro motor pump set under the jurisdiction of the Assistant Engineer (A-I), Tehatta (A-I) Sub-Division. Further details of works are available at the office Notice Board. NIT No.: NIQ 01 and NIT-08 of 2016-17. Last Date of Application: 10.02.2017.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Tehatta (A-I) Sub-Division